কূটনৈতিক দুর্বলতায় শ্রমবাজারে অস্থিরতা

নয়া দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল শ্রমবাজার অস্থির হওয়ার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে বলে বায়রার নবনির্বাচিত মহাসচিব কাজী মফিজুর রহমান মনে করেন। এর মধ্যে ১২টি দেশের হাইকমিশনে মিডিয়া উইং না থাকাকেই তিনি প্রধান কারণ মনে করছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দেশের মিডিয়ায় উঠছে সে ব্যাপারে প্রতিবাদ করছে না কেউ। এই দুর্বলতার কারণেই ভুয়া রিপোর্টকেও ওই দেশের সরকার সত্য বলে ধরে নিচ্ছে। এ দিকে রিক্রুটিং এজেন্সির একাধিক মালিক গতকাল নাম না বলার শর্তে নয়া দিগন্তকে জানান, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসগুলো তাদের অবস্থান থেকে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। কিন্তু কাগজপত্রে তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য কিছুটা হলেও কূটনৈতিক দুর্বলতা রয়েছে। সরকারি পলিসি ঠিক না হওয়ায় শ্রমবাজারে অস্থিরতা কাটছে না। ভুক্তভোগীরা শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখার জন্য দ্রুত লবিস্ট নিয়োগের দাবি জানান।

অপর দিকে পররাষ্ট্র এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী গতকাল বাহরাইনের তিন মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন। দেশটির শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ড. মাজিদ মহসিন আল আলাবি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আহমেদ বিন মোহাম্মদ আল খলিফা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রশিদ বিন আবদুল্লাহ আল খলিফার কাছে লেখা পৃথক চিঠিতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জনৈক বাংলাদেশীর হাতে বাহরাইনের নাগরিক মোহাম্মদ জসিম দোসারির নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দোসারির প্রিয়জনদের কাছে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। নিহতের পরিবার ও স্বজনদের কাছে উপদেষ্টার গভীর শোক ও সমবেদনা পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করে উপদেষ্টা এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, এ ঘটনায় আমাদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব পড়বে না। তিনি এও বলেন, একজন ব্যক্তির অপরাধের দায়ভার শান্তিকামী গোটা বাংলাদেশী কমিউনিটির ওপর চাপিয়ে দেয়া ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গত হবে না।

সূত্র জানায়, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কম করে হলেও ৩৫ থেকে ৪০ লাখ শ্রমিক

বৈধভাবে কাজ করছে। এর মধ্যে সৌদি আরবেই প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। সৌদি আরবে বাংলাদেশীদের হাতে খুন, ধর্ষণসহ নানাবিধ অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানিতে আপত্তি জানায়। এক পর্যায়ে তারা গেজেট করেই শুধু ২০ ভাগ দক্ষ শ্রমিক নিতে আগ্রহ দেখায়। নতুন আইন করার কারণে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। সৌদি সরকারের এই কঠোর মনোভাবের পেছনে স্থানীয় বাংলাদেশীরা সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসে কূটনৈতিক তৎপরতা না থাকা এবং সেখানকার পত্রিকাগুলোতে একতরফা বাংলাদশী শ্রমিকদের অপরাধপ্রবণতার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার কারণকেই শ্রমিক অসন্তোষ হিসেবে দেখছে। জানা যায়, ওই সব পত্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিকরা ছোট ঘটনাকেও বড় করে রিপোর্ট প্রকাশ করায় সৌদিরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এর জের ধরে ধরপাকড় ও জোর করে দেশে পাঠানো শুরু করে তারা। সবশেষে তারা অদক্ষ শ্রমিক নিতে অস্বীকৃতি জানায়। শুধু সৌদি আরব নয়, একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তুচ্ছ ঘটনাকে মিডিয়ার মাধ্যমে বড় করে দেখানোর কারণে শ্রমবাজার ছোট হয়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ায় কমপক্ষে ১০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে উদ্যোগ নিতে না পারার কারণে অদ্যাবধি মালয়েশিয়ার বাজার খোলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই বাজার যাতে আবার খোলা যায় সেজন্য পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মালয়েশিয়ায় গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করে এসেছেন। সরকার যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণে হাত দিয়েছে, ওই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সমস্যা দেখা দেয়ায় অনেকের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

গতকাল বায়রার মহাসচিব মফিজুর রহমান নয়া দিগন্তকে জানান, মধ্যপ্রাচ্যের ১২টি দেশেই আমাদের পাবলিক রিলেশন কর্মকর্তা নেই। বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যে অপরাধ হচ্ছে না তা আমি বলি না, তবে যেটুকু হচ্ছে তারচেয়ে বেশি করে ওই সব দেশের পত্রপত্রিকায় তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ আমাদের দূতাবাসে মিডিয়া সেল না থাকায় এর প্রতিবাদ করতে পারছে না। যার কারণে সেই দেশের প্রশাসন ও সরকার ধরে নিচ্ছে, বাংলাদেশীরাই অপরাধ করছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সৌদিসহ অন্যান্য দেশে শ্রমবাজার নষ্টের পেছনে বাংলাদেশী কোনো রাজনৈতিক দলের ইন্ধন রয়েছে এমনটি আমি মনে করি না। কারণ তাদের দ্বারা অতীতে কখনো এমনটি হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে বলে আমি মনে করি না। এটা মোটেও ঠিক না। তিনি বলেন, দলীয় প্রভাব হলে বড়জোর শ্রমিককে পাঠানোর সময় যে টাকা লাগবে তার চেয়ে ২০-৩০ হাজার টাকা কম দেয়ার প্রবণতা

থাকতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কুয়েত এখন বন্ধ। বন্ধের পেছনের কারণ হচ্ছে কুয়েতি এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশী এক শ্রমিক গলা কেটে ফ্রিজে ভরে দেশে এসে পড়েছিল। পরে দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে আলাপ করে ওই যুবককে কুয়েত সরকারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সরকারের শীর্ষ মহলে কথা বলতে পারলে সমস্যা থাকার কথা নয়। বাহরাইনের ব্যাপারে বলেন, এটা একটি দুর্ঘটনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক গত রাতে নয়া দিগন্তকে জানান, সৌদি সরকার কী কারণে বাংলাদেশীদের যেকোনো ঘটনা কঠোর মনোভাব নিয়ে দেখছে সেটির কারণ খুঁজে বের করতে হবে আগে? তারা বলেন, আমরা জানি ১১ বছর ধরে সৌদিতে মিডিয়া সেল নেই। কোনো ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদ হচ্ছে না। এ ছাড়া বাংলাদেশী কিছু সন্ত্রাসী যে সন্ত্রাস করছে এর পেছনে অবশ্যই সৌদির নাগরিকদের হাত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এগুলো তুলে ধরা হচ্ছে না। এটা আমরা মনে করি কূটনৈতিক তৎপরতায় দুর্বলতা রয়েছে। তিনি বলেন, আগামীতে শুধু সৌদির কনস্ট্রাশন কোম্পানিতে ৫ লাখ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ধরে রাখতে হলে এখন থেকেই সৌদি সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের দারস্থ হতে হবে। প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগ করতে হবে। নতুবা আমাদের শ্রমের বাজার হাতছাড়া হতেই থাকবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বছরে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আসছে। শ্রমিক রফতানি কমে এলে এর প্রভাব পড়বে দেশে। বেকারত্ব বাড়বে। কূটনৈতিক দুর্বলতার ব্যাপারে তারা বলেন, সরকার যে একেবারে বসে আছে তা কিন্তু নয়, প্রবাসী ও দূতাবাসগুলো চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা কেউ সেটি দেখতে পাচ্ছি না। তারা জানান, সরকার ও বায়রা যৌথভাবে সমস্যা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেবে। দু'চারজন বাংলাদেশীর জন্য গোটা জাতির ভবিষ্যৎ শেষ হতে দেয়া যাবে না। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল ইন্ধন জোগাচ্ছে এমন তথ্য তারা সমর্থন করেন না। এরপর বলেন, যে সরকারই আসুক, কে জেলে রয়েছে আর কে বাইরে তা তাদের চিন্তার বিষয় না। তারা সব সময় নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়। কারো প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয় না। গত রাতে পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি নয়া দিগন্তকে বলেন, একটি বিছিন্ন ঘটনাকে যারা কূটনৈতিক দুর্বলতা বলে, আমি মনে করি এ ধরনের কথা একবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীন। শুধু বাহরাইন নয়, মধ্যপ্রাচ্যের পুরো শ্রম সমস্যার কথা জানতে চাইলে সচিব

বলেন, রিক্রুটিং এজেন্সির যারা এ ধরনের কথা বলছেন, তারা যেন আগে নিজেদের ঘর সামলায়।

বাকিটা পরে দেখব।

Friday, May 30, 2008